সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

উৎসর্গ

হযরত মাওলানা আব্দুল হান্নান দামাত বারাকাতুহুমকে—
আমার মক্তবের শিক্ষক। জীবনের প্রথম উস্তাদ।
তার কাছেই নামায শিখেছি। আল্লাহ তার ছায়াকে আমাদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী করুন। আমীন।

مكتبة الفرقان

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

সহজ নামায শিক্ষা

◆

মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

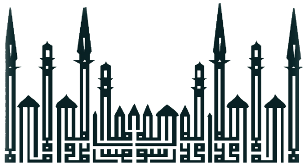

কুরআন ও হাদীসের আলোকে **সহজ নামায শিক্ষা**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
☎ +8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ☎ +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৪৩ / এপ্রিল ২০২২
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-95997-8-4

মূল্য : ৳ ২৪০ (দুই শত চল্লিশ টাকা) US$ 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে আশ্রয় চাই। আমরা তার কাছেই ক্ষমা এবং সাহায্যপ্রার্থী। আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি ও মন্দ-কর্ম থেকে তাঁর আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো ইলাহ নেই। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো নামায। প্রতিটি মুসলিমের জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। হাদীসে রয়েছে, 'কিয়মাতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসেব নেওয়া হবে।' আরও বলা হয়েছে, 'যে নামায কায়েম করল, সে দ্বীন কায়েম করল। আর যে এই স্তম্ভটি ভেঙে ফেলল, সে তার দ্বীন বরবাদ করে ফেলল।' সুতরাং প্রতিটি মুসলিমেরই নামায আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা একান্ত জরুরী। নামায-সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো নিয়েই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*সহজ নামায শিক্ষা*—সংকলন করা হয়েছে।

সেক্যুলার শিক্ষা-ব্যবস্থার কারণে এদেশে মুসলিমদের অনেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জ্ঞান না থাকলে চর্চাও হয় না। এজন্য দেখা যায়, নতুন প্রজন্ম দ্বীন সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ থেকেই বেড়ে উঠছে। তারা নামাযের গুরুত্ব যেমন অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না, তেমনি এর ওপর আমলও করে না। আর যদি কখনো বাধ্য হয়ে নামায পড়তে হয়, তখন নামাযের নিয়ম-কানুন না জানা থাকায় বিব্রতবোধ করে। সন্তানদের শৈশব থেকে নামাযে পাবন্দী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেই চর্চাও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, নামাযের মতো অতীব জরুরী আমলের প্রতি অনীহাই বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ। এ থেকে উত্তরণে নামাযের শিক্ষাকে আরও ব্যাপক করা প্রয়োজন। প্রতিটি ঘরে ঘরে এই গ্রন্থটি থাকা জরুরী। স্কুল-কলেজে না শেখালেও যাতে পিতা-মাতা সন্তানদের সহজে নামায শিক্ষা দিতে পারেন, কিংবা ব্যক্তি নিজেই আগ্রহী হয়ে নামায শিখে নিতে পারেন, এজন্য এ গ্রন্থটি একটি অমূল্য উৎস হয়ে থাকবে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ গ্রন্থটিতে নামায সংক্রান্ত মৌলিক প্রায় সব বিষয়ই কুরআন-হাদীস ও হানাফী ফিকহের বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাব থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে সামসময়িক উলামায়ে কেরামের মতামতও সংযুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায়, বাংলাভাষায় রচিত নামায আদায়ের একটি সাজানো-গোছানো পূর্ণাঙ্গ গাইড হিসেবে এ গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা শুধরে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা যেন এ সংকলনটি কবুল করে নেন, এর ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

২০ এপ্রিল ২০২২

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

আল্লাহ তাআলা আমাদের কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তিনি এই ইবাদতসমূহ সর্বোত্তমভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। একজন মুসলিমের জন্য ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নামায। নির্ধারিত সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার প্রতি ইসলামে সর্বোচ্চ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। শরীয়তে নামাযের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে; যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা আবশ্যক। এই বিষয়ে কারও অজ্ঞ থাকার কোনো অবকাশ নেই।

এটি সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলাম-বিরুদ্ধ বিষয়াবলী চর্চার-ই জয়জয়কার চলছে; কিন্তু আল্লাহর দ্বীন তো মিটে যাওয়ার নয়। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এই চরম দুর্দিনেও অনেক বিপথগামী মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসছেন। সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শেকড়ের টানে একসময় দ্বীনের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। তাদের অনেকে নামায আদায় করছেন ঠিকই, কিন্তু তা শুদ্ধ বা সুন্নাত অনুযায়ী হচ্ছে না। তাদের জন্য এ গ্রন্থটি যেমন জরুরী, তেমনি পারিবারিকভাবে সন্তানদের নামায শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। এতে নামায-সংশ্লিষ্ট সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি, তা সকলের জন্য উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

মূলত গ্রন্থটি নামায বিষয়ে ফিকহে হানাফীর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। এতে উল্লেখিত সব মাসআলা বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ কিতাবাদি থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে এসব সূত্রসমূহ কিতাবের শেষে এন্ডনোট (Endnote) হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদের অবগত করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই গ্রন্থের সংকলক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের পরিপূর্ণ ফায়দা অর্জন করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আব্দুল্লাহ মুআয
উত্তরা, ঢাকা

২৩ মার্চ ২০২২

সূচিপত্র

◆

ইসলামের দৃষ্টিতে নামায

নামায কী? ১৩
নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৩
নামায ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণাম ১৬
নামায পরিত্যাগকারীর শাস্তি ১৭

নামাযের প্রস্তুতিপর্ব

তাহারাত-পবিত্রতা ২০
পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ২০
অযু ২২
অযুর প্রকারভেদ ২৩
অযু করার পদ্ধতি ২৩
অযুর ফরয-সমূহ ২৪
অযুর সুন্নাত-সমূহ ২৪
অযুর মুস্তাহাব-সমূহ ২৬
অযুর মাকরূহ-সমূহ ২৭
অযু ভঙ্গের কারণ-সমূহ ২৭
যে সমস্ত কারণে অযু ভাঙে না ২৭
প্রয়োজনীয় কিছু মাসআলা ২৮
গোসল ২৯
গোসলের প্রকারভেদ ২৯
গোসল ফরয হওয়ার কারণ-সমূহ ২৯
গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ-সমূহ ৩০
সুন্নাত গোসল-সমূহ ৩০
মুস্তাহাব গোসল-সমূহ ৩০
ফরয গোসল করার পদ্ধতি ৩১
গোসলের ফরয-সমূহ ৩১
গোসলের সুন্নাত-সমূহ ৩১
তায়াম্মুম ৩২
তায়াম্মুমের পদ্ধতি ৩৩
তায়াম্মুমের শর্ত-সমূহ ৩৩
তায়াম্মুমের ফরয-সমূহ ৩৪
তায়াম্মুমের সুন্নাত-সমূহ ৩৪
তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৩৪
মোজার ওপর মাসেহ করার বিধান ৩৫
মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ ৩৫
মাসেহর ফরয সীমারেখা ৩৫
মাসেহর সুন্নাত ৩৫
মোজা মাসেহর নির্ধারিত মেয়াদ ৩৫
মাসেহ ভঙ্গের কারণ ৩৬

জামাতের গুরুত্ব **৩৭**
আযান ও ইকামাত ৩৯
আযানের সুন্নাত-সমূহ ৪০
ইকামাতের সুন্নাত-সমূহ ৪২

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের বিবরণ

ফজর ৪৩
যোহরের সময় ৪৩
আসরের সময় ৪৪
মাগরিবের সময় ৪৪
ইশার সময় ৪৪
বিতর নামায ৪৫
বিতর নামাযের ফযীলত ৪৫
বিতরের নামাযের নিয়ম ৪৬
বিতর নামাযের সূরা ৪৭
নামাযের নিষিদ্ধ সময় ৪৭

সম্পূর্ণ নামাযের পদ্ধতি

কিয়াম বা দাঁড়ানো ৪৯
রুকু ৫১

সিজদা ৫২
বৈঠক ৫৩
সালাম ৫৬
নারীদের নামাযে কতক পার্থক্য ৫৬

নামাযের বিস্তারিত আহকামসমূহ

নামাযের বাহিরের ফরয-সমূহ ৫৯
নামাযের ভেতরের ফরয-সমূহ (৬টি) ৫৯
নামাযের ওয়াজিবসমূহ (১৪টি) ৬০
নামাযের সুন্নাত-সমূহ (সর্বমোট ৫১টি) ৬১
নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নাত-সমূহ (১১টি) ৬১
কিরাতের সুন্নাত-সমূহ (৭টি) ৬২
রুকুর সুন্নাত-সমূহ (৮টি) ৬২
সিজদার সুন্নাত-সমূহ (১২টি) ৬৩
বৈঠকের সুন্নাত (১৩টি) ৬৩
নামাযের মুস্তাহাব-সমূহ ৬৪
মুনাজাতের সুন্নাত-সমূহ ৬৫
নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণ-সমূহ ৬৬

সাহু সিজদা ৬৮
সাহু সিজদা আদায়ের পদ্ধতি ৬৮
সাহু সিজদার কারণ-সমূহ ৬৮
কোনো কিছু কম আদায় করার প্রসঙ্গ ৬৯
কোনো কিছু অতিরিক্ত আদায় করার প্রসঙ্গ ৬৯
সন্দেহ হওয়া প্রসঙ্গ ৭০
বিবিধ মাসাইল ৭১

অন্যান্য নামাযসমূহ

ঈদের নামায ৭২
জানাযার নামায ৭৩
তারাবীহর নামায ৭৫
নফল নামাযের বর্ণনা ৭৬
তাহাজ্জুদ ৭৬

ইশরাক ৭৬
চাশত ৭৭
যাওয়াল ৭৭
আওয়াবিন ৭৭
সালাতুল হাজত ৭৮
সালাতুল ইসতিখারা ৮০
সালাতুল ইসতিসকা; বৃষ্টি কামনায় নামায ৮২
সূর্যগ্রহণের নামায ৮৩
চন্দ্রগ্রহণের নামায ৮৩
সালাতুল খাউফ: ভয়ের নামায ৮৩
সালাতুত তাসবীহ ৮৪
তাওবার নামায ৮৬
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায ৮৬
মুসাফিরের নামায ৮৭
মুসাফিরের নামাযের নিয়ম ৮৭
মুকীম ইমামের পেছনে নামায ৮৭
সুন্নাত পড়ার বিধান ৮৮
শহীদের জানাযা ৮৮
শহীদের বৈশিষ্ট্য ৮৮
যারা শহীদের মতো মর্যাদা পাবে ৮৯
মাসবুকের নামায ৯০
মাসবুকের নামাযের নিয়ম ৯০
কাযা নামায ৯১
কোন নামাযের কাযা আদায় করতে হবে ৯১
কাযা নামাযের সময় ৯২
দীর্ঘ দিনের নামাযের কাযা আদায় ৯২
ভ্রমণের সময়ের কাযা ৯৩

নামাযের জরুরী কিছু মাসাইল ৯৪

সূরা ফাতিহাসহ সহজ দশটি সূরা ১০১

মুনাজাত ১০৬

ইসলামের দৃষ্টিতে নামায

নামায কী?

'নামায' মূলত ফারসী শব্দ। এর আরবি হলো 'সালাত'। আমাদের সমাজে নামায শব্দটিই বহুল প্রচলিত। এজন্য এ গ্রন্থে নামায শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো—দুআ করা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়—নির্দিষ্ট আমল (কিয়াম, রুকু, সিজদা ও বৈঠক) ও যিকির-সমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে আদায় করাকে সালাত বলে।

নামায হলো দ্বীনের খুঁটি—দ্বীনের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় বুনিয়াদ। নামায প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে—প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয বা অবশ্যকরণীয়। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে, তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও।'[১]

নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

> বান্দা এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ছেড়ে দেওয়া।[২]

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

> আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হলো নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয়, সে কুফুরী কাজ করে।[৩]

ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ছেড়ে দিলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর থেকে তাঁর জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন। মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটি নসিহত করেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে, তুমি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করল, তার ওপর আল্লাহ তাআলার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।'[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'সর্বোত্তম আমল কোনটি?' তিনি বলেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।'[৫]

কুরআন-হাদীসে নামাযের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১। নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

> নামায অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫)

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে।

২। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ

> তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। (সূরা আল-বাকারা, ২ : ৪৫)

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন, তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন, তখন নামায আদায় করতেন।'[৬]

৩। হানযালা আল উসাইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلٰى وُضُوْئِهَا، وَمَوَاقِيْتِهَا،
> وَرُكُوْعِهَا، وَسُجُوْدِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ
>
> যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এরূপ পাবন্দির সাথে আদায় করে—অযু ও সময়ের ইহতেমাম করে, রুকু সিজদা উত্তমরূপে আদায় করে এবং এইরূপ নামায আদায় করাকে নিজের উপর আল্লাহর হক মনে করে, তবে জাহান্নামের আগুনের জন্য তাকে হারাম করে দেওয়া হবে।[৭]

৪। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ،
> مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ
>
> পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমআর নামায পরবর্তী জুমআর নামায পর্যন্ত এবং রমাযানের রোযা পরবর্তী রমাযানের রোযা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল (সগীরা) গুনাহের জন্য কাফফারা হবে—যদি এই আমলসমূহ পালনকারী কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে।[৮]

৫। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বলো দেখি, যদি কোনো ব্যক্তির দরজার সামনে একটি নদী প্রবাহিত থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল

করে, তবে তার শরীরে কি কোনো ময়লা বাকী থাকবে?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'কিছুই বাকী থাকবে না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এরকমই যে, আল্লাহ তাআলা তার বদৌলতে গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।'[৯]

৬। আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন শীত কালে বের হলেন, তখন গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছের ডাল ধরলেন। ফলে এর পাতা আরও বেশী ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, 'হে আবু যর!' আমি বললাম, 'আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'মুসলিম বান্দা যখন ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ে, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে।[১০]

নামায ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণাম

উপরিউক্ত কুরআন-হাদীসের আলোকে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম করণীয় আমল হচ্ছে নামায। এটি মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বাহ্যিক মাধ্যম। নামায পরিত্যাগকারী কাফেরের সমতুল্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, নামায ত্যাগের মতো ভয়াবহ গুনাহে লিপ্ত বর্তমান সমাজের অসংখ্য মুসলমান। প্রতিনিয়ত নামায ত্যাগের গুনাহ করতে করতে এমন স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেন এখন আর এটাকে সেভাবে গুনাহের কাজ মনে করা হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে নামায ত্যাগকারী দুনিয়াতে অভিশপ্ত, আর আখিরাতে কঠিন শাস্তির যোগ্য। হাশরের মাঠে কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।

নামাযের বিধান মুসলমানের ওপর এত শক্তভাবে অর্পিত যে, যুদ্ধের ময়দানে কঠিন যুদ্ধ-পরিস্থিতিতেও এটি ত্যাগ করার সুযোগ নেই।

প্রয়োজনে মুসল্লীরা দুভাগ হয়ে এক দল নামায পড়বে, আর অন্য দল পাহারা দেবে। এভাবে পালাবদল করে নামায শেষ করবে। বার্ধক্যের শেষ মুহূর্তে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও শুয়ে শুয়ে ইশারায় হলেও নামায পড়তে হবে। আর এ অবস্থায় নামায পড়তে না পারলে উত্তরসূরিদের এর ক্ষতিপূরণের অসিয়ত করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি নামায অস্বীকার করে, তা হলে সে নিঃসন্দেহে কাফের বলে বিবেচিত হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি নামাযকে বিশ্বাস করার পর তা পরিত্যাগ করে, তা হলে সে ফাসেক বলে গণ্য হবে। কাফের ও ফাসেক উভয়ের শাস্তি জাহান্নাম। যদিও ফাসেক ব্যক্তি শাস্তি শেষে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

নামায পরিত্যাগকারীর শাস্তি

১। বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। নামায না পড়লে কবরে কেমন শাস্তি হবে, একটি হাদীস থেকে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। একদিন সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আজ রাতে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে বলল, আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি তাদের সঙ্গে গেলাম। আমরা এমন এক লোকের কাছে পৌঁছলাম, যে চিত হয়ে শুয়েছিল। অন্য এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাথর দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে এবং থেঁতলে দিচ্ছে। যখন সে পাথর নিক্ষেপ করছে, তা গড়িয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। লোকটি গিয়ে পাথরটি পুনরায় তুলে নিচ্ছে এবং তা নিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির মাথা পুনরায় পূর্বের মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে। সে আবার লোকটির কাছে ফিরে আসছে এবং তাকে পূর্বের মতো শাস্তি দিচ্ছে। আমি আমার সঙ্গী দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা জবাবে বলেন, এ ব্যক্তি ফরয নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যেত।’[১১]

২। কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।’[১২]

৩। বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

> তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৪২-৪৩)

৪। বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।’[১৩] সুতরাং যে সব নামায ছেড়ে দেয়, তার কী অবস্থা হবে? আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন।

৫। বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

> তাদের পরে এলো এমন এক অসৎ বংশধর যারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ‘গাইয়া’ প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৯)

এখানে ‘গাইয়া’ বলতে জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ বোঝানো হয়েছে যার গভীরতা অনেক এবং যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ।[14]

Endnotes:

---

[১] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ২/৩০।
[২] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮২; *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৬১৯।
[৩] *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৬২১; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১০৮৮।
[৪] *মুসনাদে আহমাদ*, ৫/২৩৮।
[৫] *সহীহ বুখারী*; *সহীহ মুসলিম*।
[৬] *মুসনাদে আহমাদ*।
[৭] *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ১৮৩৭২।
[৮] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫৭৪; *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ৯১৮৬।
[৯] *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৮৬৮; *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫০৫; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৫৫৪।
[১০] *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ২১৫৫৬।
[১১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৩৮৬।
[১২] *মুসনাদে আহমাদ*।
[১৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫৫২; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬২৬।
[১৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর।